ভারত ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

হিমালয়ের দেশ [ভুটান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8) ও [ভারতের প্রজাতন্ত্রের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4) মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলি ঐতিহ্যগতভাবে খুব ঘনিষ্ঠ এবং উভয় দেশ একটি *বিশেষ সম্পর্ক* ভাগ করে নিয়েছে।[[১]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95#cite_note-1)[[২]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95#cite_note-2) [ভুটানের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8) পররাষ্ট্র নীতি, প্রতিরক্ষা এবং বাণিজ্যের উপর ভারতের প্রভাব রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভারতের রাষ্ট্রপতির বাজেটে ভুটানকে দেওয়া সাহায্যের পরিমান ৬০ কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভুটানকে ভারতের বৈদেশিক সাহায্যের সর্বাধিক সুবিধাভোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বছরে প্রায় ৯৮.৫ কোটি মার্কিন ডলার (₹ ৬১৬০ কোটি) ভুটানে পৌঁছায়। ভুটান এর প্রধানমন্ত্রী [শেরিং তোবগে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%82_%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%87) ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে তাঁর নতুন দিল্লি ভ্রমণের সময় তার দেশের জন্য ₹৫৪০০ কোটির (চুক্তি সাক্ষরের সময়ে বিনিময় হার অনুযায়ী মার্কিন $১.৯ কোটি) একটি অতিরিক্ত সাহায্য প্যাকেজ পায়। ভুটানের ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য এই পরিমাণের মধ্য থেকে ₹৪৫০০ কোটি নির্ধারিত করা হয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনার বাকি প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে ব্যায়ের জন্য ₹৪০০ কোটি ছিল। অবশিষ্ট ₹৫০০ কোটি ভুটানের ধীর অর্থনীতির জন্য ভারতের *অর্থনৈতিক উদ্দীপনা প্যাকেজ*-এর অংশ ছিল। ভারত ভুটানে ১,৪১৬ মেগাওয়াটের ৩টি [জলবিদ্যুৎ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A7%8E) প্রকল্প পরিচালনা করে এবং ২,১২৯ মেগাওয়াটের আরও তিনটি নির্মাণ কাজ চলছে।

প্রেক্ষাপট

ভুটান ইতিহাসের বেশিরভাগ অংশে, বাইরের জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করেছে, আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে।ভুটান ১৯১০ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করার পর ব্রিটিশ ভারত থেকে একটি রক্ষাকবচ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে, যার ফলে ব্রিটিশরা তার বৈদেশিক বিষয় এবং প্রতিরক্ষা *নির্দেশ* করার অনুমতি পায়।ভুটান ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি অর্জনের প্রথম এবং ভুটান ও ভারত উভয়ের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখে উভয় দেশই তিব্বতে চুক্তি স্বাক্ষর করে।নেপাল ও ভুটান তার *হিমালয় সীমান্ত* নিরাপত্তা নীতি কেন্দ্রীয় হতে উদ্ধৃতি প্রয়োজন ।ভারত ভুটানের সাথে ৬০৫ কিলোমিটার (৩৭৬ মাইল) সীমানা ভাগ করে নেয় এবং তার বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার হয়, তার ৯৮ শতাংশ রপ্তানি এবং ৯০ শতাংশ আমদানি করে।

ভারতের সাথে ভুটানের ট্রানজিট অ্যারেঞ্জমেন্ট

ভারত ও ভুটানের মধ্যে বাণিজ্য, 'বাণিজ্য ও ট্রানজিট' সংক্রান্ত চুক্তিটি এর জন্য ভারতীয় ভূখণ্ডের মাধ্যমে ভুটানের এক অংশ থেকে ভুটানের অন্য অংশে বা দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য দেশগুলি থেকে ভুটানের পণ্য পরিবহনের পথ প্রশস্ত করেছে।  পরিবহনের পণ্যগুলি কাস্টমস শুল্ক এবং সমস্ত ট্রানজিট শুল্ক বা পরিবহণের জন্য যুক্তিসঙ্গত চার্জ এবং প্রদত্ত পরিষেবার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যযুক্ত অন্যান্য চার্জ ব্যতীত অন্যান্য চার্জ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

প্রোটোকলটিতে ভারতীয় বন্দর থেকে ভুটানের পণ্য পরিবহনের সময় যে আমদানি ও রফতানি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তা বিশদে উল্লেখ করা হয়েছে।  তৃতীয় দেশগুলি থেকে ভুটানের জন্য পণ্য যখন ভারতের মাধ্যমে আমদানি করা হয়, তখন রয়্যাল ভুটান শুল্ক বা ভূটান রয়্যাল সরকারের (আরজিওবি) প্রতিনিধি দ্বারা জারি করা একটি লেটার অফ গ্যারান্টির (এলজি) বিপরীতে পণ্য ছাড়পত্র হয়।  আমদানিকারক বা তার এজেন্টকে ভারতীয় প্রবেশপথে বন্দরের বিল, চালান এবং প্যাকিংয়ের তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।  ভুটান কনটেইনারযুক্ত কার্গো পৌঁছানোর সময়, প্রস্থান বন্দরে ভারতীয় রীতিনীতি শিপিং এজেন্ট বা শিপিং সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত কেরিয়ার দ্বারা রাখা কন্টেইনারটির 'ওয়ান - টাইম - লক' পরীক্ষা করে এবং যদি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে পরিবহণের অনুমতি দেয়  কনটেইনারযুক্ত কার্গো পরীক্ষা।  কনটেইনারযুক্ত কার্গো সম্মানের ক্ষেত্রে, শুল্কগুলি পণ্যগুলির একটি নির্বাচনের শতাংশ পরীক্ষা করে।  বহির্গমন বন্দরে কার্গো পৌঁছানোর পরে, ভারতীয় রীতিনীতিগুলি প্রবেশের বন্দরে যেমন পরীক্ষা ও যাচাইয়ের একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করে।

শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

ভারত এবং ভুটানের মধ্যে শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিবিড় দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা রয়েছে।

ভারত সরকারের উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভুটান শিক্ষার্থীদের ভারত সরকার বৃত্তি দেয়। এই দুটি প্রকল্পের আওতায় কয়েকশো ভুটান শিক্ষার্থী ভারতে পড়াশোনা করছে। এছাড়াও নেহেরু ওয়াংচক বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় (বাস্তবায়িত ২০১০ সালে) এবং নতুন ভুটান আইসিসিআর বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় (২০১২ সালে বাস্তবায়িত) ৬৭ ভুটান শিক্ষার্থী ভারতে স্নাতক / স্নাতকোত্তর কোর্স করছে।  ২০১৪-১৫। শিক্ষাবর্ষের জন্য ৮৯ আন্ডারগ্রাজুয়েট স্কলারশিপ এবং ২০ টি ভুটানের আইসিসিআর বৃত্তি প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে এবং তারা ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থান পাওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  রাষ্ট্রদূতের বৃত্তি ভারতে অধ্যয়নরত ভুটানদের স্ব-অর্থায়নের যোগ্য শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়।  গত দশ বছরে ৩০০০ এরও বেশি ভুটান শিক্ষার্থী রাষ্ট্রদূতের বৃত্তি প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন। ষষ্ঠ শ্রেণির ভুটান শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতের সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রতি বছর দশটি স্লট সরবরাহ করা হচ্ছে।  সানিক বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পুরো ব্যয় ভারত সরকার বহন করে।  তিনজন প্রভাষক টিসিএস কলম্বো পরিকল্পনার আওতায় ভুটানের রয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কলেজে ডেপুটেশন রয়েছে ভারতে।  এই প্রকল্পের অধীনে ভারত থেকে আরও ২৭ জন প্রভাষকের জন্য আরজিওবির অনুরোধ এমইএ-তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  আইটিইসি প্রোগ্রামের মাধ্যমে (২২০ স্লট) এবং কলম্বো পরিকল্পনার কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের (স্লট) ভুটানকে সিএফওয়াই ২০১৩-তে সরকারী আধা-সরকারী / বেসরকারী খাতের কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নীত করার জন্য প্রদান করা হয়েছিল যার মধ্যে ২৯ টি স্লট  ভুটান দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল।

ভারত - ভুটান বুনিয়াদ

শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সুরক্ষার মতো কেন্দ্রবিন্দুতে জনগণের আদান-প্রদানের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্তমান কিং (তৎকালীন ক্রাউন প্রিন্স) এর ভারত সফরের সময় ২০০৩ সালের আগস্টে ইন্ডিয়া-ভুটান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভুটান এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত হলেন ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি।  ভুটানের রয়েল সরকার এবং ভারত সরকার এই প্রকল্পের জন্য ৪,০০০ / - টাকা অবদান রেখেছে।  আইবিএফ-এর প্রধান কর্পাস তহবিল হিসাবে প্রত্যেককে পাঁচ কোটি টাকা এবং পুরো ১০০ কোটি টাকা ভুটানের একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয়েছে।  ফিক্সড ডিপোজিট থেকে অর্জিত সুদ অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হয় পড়াশোনা, গবেষণা এবং অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ, সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক / বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির এক্সচেঞ্জ, সেমিনার, সাধারণ পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়গুলিতে কাজের দোকান ইত্যাদির বিষয়ে ভুটানিজ / ভারতীয় নাগরিক এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি সহায়তা করতে পারে  ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য অর্জনে। ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে দিল্লিতে ১৩ তম পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সমসাময়িক অগ্রগতি

“আমাদের বন্ধুত্ব অনন্য!”, ভুটান সফরে গিয়ে সেদেশের রাজা জিগমে খেসার নামগেয়াল ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠকের পর একথা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। শুক্রবার বৈঠকের ছবি টুইটারে শেয়ারও করেন তিনি। সেখানে ভারত-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অনন্য বলে উল্লেখ করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

আপাতত প্রতিবেশী দেশগুলোতে সফরে ব্যস্ত রয়েছে তিনি। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সফর সেরেছেন জয়শংকর। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্ত বৈঠকও করেছেন।

বাংলাদেশ সফর সেরেই ভুটানে চলে যান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। ভারত ও ভুটানের মধ্যেকার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। এরপরই ভুটানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর।

এই বৈঠক প্রসঙ্গে জয়শংকর তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে লেখেন, “ভূটানের রাজার কাছ থেকে অভিবাদন পাওয়াটা বিশাল বড় সম্মান। তিনি যেভাবে ভুটানের রূপান্তর ঘটাতে চাইছেন, তা আমাদের অনন্য বন্ধুত্বকে আকার দিচ্ছে।”

ভুটানের রাজা এবং প্রধানমন্ত্রী, দুজনের সঙ্গেই বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হয়ে বার্তাবাহকের দায়িত্ব পালন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, “ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে চান। তিনি চান দুই দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি।”

প্রসঙ্গত, শুক্রবারই ভুটানে এসে পৌঁছন জয়শংকর। তাঁর এবারের এই সফর একেবারেই ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আয়োজিত একটি সরকারি কর্মসূচি।

এবারের এই সফরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভূটানকে ১২তম চিকিৎসা সহায়তা তুলে দেন জয়শংকর। তিনি জানান, “এটি প্রতিবেশী ভারতের পক্ষ থেকে একটি উপহার।” একইসঙ্গে এদিন তিনটি প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রত্যেকটি প্রকল্পই ভুটানের মানুষের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গ করেন তিনি।

ভুটান সফর নিয়ে তিনি যে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত, সেকথা আগেই প্রকাশ করেছিলেন জয়শংকর। টুইট করে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এবং রাজা ছাড়াও ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় জয়শংকরের। ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিনপো তান্ডি দোরজির সঙ্গে তোলা ছবিও পোস্ট করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ভুটানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বরাবরাই ভালো। ভুটান আকারে খুব ছোট হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ভুটানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত থাকাটা জরুরি। অন্যদিকে, ভুটানও ভারতের মতো একটি বৃহৎ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের উপর বরাবর ভরসা করে এসেছে। নেপালের উপর চীনের প্রভাব যতটা প্রকট হয়েছে, ভুটানের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত তেমনটা দেখা যায়নি। দুই দেশই চায় এই বন্ধুত্ব অটুট থাকুক।